সিরিজ জয়ের লক্ষ্য আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশের

আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি ২০ নিয়ে ভয় তাহলে কিছুটা দূর হলো। আফগানিস্তানকে যে খুদে ফরম্যাটে এগিয়ে রাখে বাংলাদেশ। তাদের বিপক্ষে প্রথম টি ২০তে ৬১ রানের জয় রানের হিসাবে বাংলাদেশের তৃতীয় বড় জয়। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে খেলতে নামার আগে তাই ফুরফুরে মেজাজে বাংলাদেশ দল।

স্বাগতিকদের আত্মবিশ্বাসের পালে হাওয়া দিচ্ছেন মুশফিকুর রহিম। ইনজুরির কারণে প্রথম ম্যাচে খেলতে না পারা এই উইকেটকিপার-ব্যাটারের দ্বিতীয় টি ২০তে খেলতে আর কোনো বাধা নেই। ঐচ্ছিক অনুশীলনে কাল তাকে উৎফুল্ল দেখা গেল।

দ্বিতীয় ম্যাচও মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে বেলা ৩টায়।

দারুণ জয়ের পর বাংলাদেশ দলের ঐচ্ছিক অনুশীলনে ছিলেন একাদশের বাইরে থাকা বেশিরভাগ ক্রিকেটার। তাসকিন আহমেদ, শহিদুল ইসলামরা নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন বোলিংয়ে। মুশফিক দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং করেছেন। আগের ম্যাচে অভিষিক্ত মুনিম শাহরিয়ারও ঘাম ঝরিয়েছেন।

মুশফিক একাদশে ফিরলে বাদ যেতে পারেন নাঈম শেখ। নড়বড়ে অবস্থা তার। একাদশে আর কোনো পরিবর্তনের সুযোগ নেই বললেই চলে। শেষ ম্যাচে জয় পেতে লিটনের সঙ্গে অন্যদের কাছ থেকেও ভালো কিছুর প্রত্যাশা টিম ম্যানেজমেন্টের।

এই ম্যাচে একাদশে থাকলে মুশফিকুর রহিম একটি মাইলফলক স্পর্শ করবেন। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে একশ টি ২০ ম্যাচ খেলবেন তিনি।

প্রথম ম্যাচের উইকেটে সবার জন্যই সুবিধা ছিল। সেখানে দাপট দেখিয়েছেন স্পিনাররা। দুদলের অধিনায়কই জানিয়েছিলেন, ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো উইকেট ছিল। আজকের উইকেটও প্রায় একই।

আফগানিস্তান শেষ ম্যাচে একজন স্পিনার কম খেলাতে পারে। তাদের স্পিনারদের সহজে খেলতে পারছেন একমাত্র লিটন। বাংলাদেশের বাঁ-

হাতিদের স্পিন ও পেস আক্রমণ প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ধসিয়ে দিয়েছে।

বিশেষ করে নাসুম আহমেদের দুর্দান্ত বোলিং তাদের টপঅর্ডার পড়তেই পারেনি। বোলিং ইউনিটের কাছ থেকে আজও সেরাটার অপেক্ষায় বাংলাদেশ।

স্পিন বোলিং কোচ রঙ্গনা হেরাথ জানালেন, কাউকে বিশ্রাম দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সেরা একাদশ নিয়েই মাঠে নামবে দল। তিনি বলেন, ‘দুই ম্যাচের সিরিজ আমাদের জিততেই হবে। তাই আমরা কাউকে বিশ্রাম দেব না। সেরা একাদশই খেলাব।’

টি ২০ ফরম্যাটে বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে দুই হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করতে মাহমুদউল্লাহর প্রয়োজন আর মাত্র ১৯ রান। দারুণ ছন্দে থাকা লিটনের সামনে এক হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করার হাতছানি। তার লাগবে আরও ৯৬ রান।

আগের ম্যাচ জিতে আফগানিস্তানকে টপকে বাংলাদেশ উঠে গেছে আইসিসি দলীয় টি ২০ র্যাংকিংয়ের আটে। মাহমুদউল্লাহদের রেটিং পয়েন্ট ২৩২। আফগানিস্তানের ২৩০। আজ হারলে বাংলাদেশ আবার আফগানিস্তানের নিচে নেমে যাবে। জিতলে আট নম্বরে অবস্থান আরও পোক্ত হবে।

একই সঙ্গে আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি ২০ সিরিজ জয় হবে বাংলাদেশের। এর আগে ২০১৮ সালে ভারতের দেরাদুনে তিন ম্যাচের টি ২০ সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল বাংলাদেশ। বাকি ম্যাচগুলোতে দুদল মুখোমুখি হয়েছে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে।

অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার রড মার্শ আর নেই

অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার রড মার্শ আর নেই। শুক্রবার ৭৪ বছর বয়সে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৯৬টি টেস্ট ও ৯২টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন। রড মার্শ অস্ট্রেলিয়ার জাতীয়

দলের নির্বাচক হিসেবেও কাজ করেছেন।

কিছুদিন আগে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে গাড়িতেই হৃদরোগে হন তিনি। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অস্ট্রেলিয়া দলে মার্শ ছিলেন একজন গেম চেঞ্জার। প্রথম উইকেট কিপার হিসেবে ১৯৭২ সালে এডিলেড টেস্টে তিনি পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি (১১৮ ) হাঁকান।

১৯৯০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি এডিলেডে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট একাডেমির প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় দলের নির্বাচক ছিলেন।

এতে লজ্জার কিছু নেই: তামিম

শ্রীলংকার বিপক্ষে সিরিজেও প্রথম দুই ম্যাচ জেতার পর তৃতীয় ম্যাচে হেরে বসেন তামিমরা। এবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে একই একাদশ তিন ম্যাচে খেলিয়েও পুরো ৩০ পয়েন্ট ঝুলিতে ভরতে পারল না বাংলাদেশ। বিষয়টি নিয়ে হতাশায় পুড়ছে বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

তবে সেই কষ্ট ছাপিয়ে এখন আলোচনায় তিন ম্যাচেই একই বোলারের করা একইরকম ডেলিভারিতে তামিমের আউট হওয়া।

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ১৫ বছর পার করা তামিমের ২১ বছর বয়সি আফগান পেসার ফজল হক ফারুকির কাছে বারবার পরাস্ত হওয়াকে মেনে নিতে পারছেন না বাংলাদেশি ক্রিকেটপ্রেমীরা।

সাড়ে তিনশর বেশি ম্যাচ খেলেছেন তামিম, একটি দলের অধিনায়কও তিনি। আর তিনিই কিনা মাত্র ৩টি আন্তর্জাতিক ওয়ানডে খেলা পেসার ফারুকির কাছে ধরাশায়ী হলেন।

তবে বিষয়টি নিয়ে লজ্জিত হন তামিম। বললেন, ‘এতে লজ্জার কিছু নেই, আরও ভালো হতে হবে আমাকে।’

ফারুকির হ্যাটট্রিক শিকারে পরিণত হয়ে সিরিজে তামিমে মোট সংগ্রহ

মাত্র ৩১ রান (১১, ১২ ও ৮)। তিন ম্যাচ মিলে পঞ্চাশের কোটাও পার করতে পারেননি এ ড্যাশিং ওপেনার। এর চেয়ে হতাশাজনক পারফরম্যান্স আর কি হতে পারে!

কিন্তু তামিম জানালেন, নিজের ব্যাটিং নিয়ে বরং গর্ব করেন তিনি। একই বোলারের কাছে বারবার আউট হওয়ার চেয়ে তাকে বেশি পোড়াচ্ছে অন্য কিছু। সিরিজে অবদান রাখতে না পারার হতাশায় ভুগছেন তিনি।

সোমবার তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের হারের পর তামিম বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয়, এক বোলারের বলেই বারবার (আউট হওয়া) এটা মনে নেওয়ায় বা লজ্জার কিছু নেই যে, সে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। এটা নিয়ে কাজ করতে হবে আমার মনে হয়। তবে একই ধরনের ডেলিভারিতে তিনবার আউট হয়েছি বলেই যে কাজ করতে হবে, এমন নয়। কারণ, ওই জায়গায় আমি অনেক রানও করেছি। হয়তো আমাকে আরেকটু ভালো করতে হবে। একটু ভালো হতে হবে। আর এটা নিয়ে আমি কাজ করে যাব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে, আমি সবসময় বলে এসেছি, কাজ করে যেতে হবে, করে যেতেই হবে। কাজ করতে থাকলে এতে ভালো হয়ে উঠবেনই।’

তিন ম্যাচেই কম রানে আউট হওয়া নিয়েই বেশি হতাশ তামিম। বলেন, ‘আউট হওয়ার ধরনের চেয়ে আমি বেশি হতাশ যে দলে অবদান রাখতে পারিনি। ওটা নিয়ে দুর্ভাবনা বেশি নেই আমার, কারণ এই জায়গাটায় আমি আগেও আউট হয়েছি, অনেক রানও করেছি। তবে গোটা সিরিজে রান না করা ও তিনবার আউট হওয়া হতাশাজনক। কারণ নিজের ব্যাটিংয়ে আমি অনেক গর্ব খুঁজে নেই এবং নিজের কাছে নিজের ব্যাটিংয়ের মানদণ্ড অনেক উঁচুতে।’

গত তিন ম্যাচের বিশ্লেষণে দেখা গেল, প্রতিবারই আড়াআড়ি পা নিয়ে অনসাইডে খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন তামিম।

সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে এলবিডব্লিউ হন তামিম। দুবারই ফারুকির ভেতরে ঢোকা ডেলিভারি তিনি সামলাতে পারেননি। পা একটু বেশি বাড়িয়ে মাথার পজিশন নড়ে যাওয়াতেই বলে ব্যাট লাগাতে পারেননি, বল লাগে প্যাডে।

তৃতীয় ম্যাচের আগে ব্যাটিং কোচ জেমি সিডন্স জানিয়েছিলেন, তামিম নিজেও সমস্যাটি অনুভব করছেন এবং তারা এটি নিয়ে কাজ করবেন।
কিন্তু ‘যেই লাউ সেই কদু’ প্রবাদের মতো তৃতীয় ম্যাচেও ফারুকির একই শটে আউট হন। এবার আরো বেশি। বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি।

এখানে খেলার একটা আলাদা ইচ্ছা ছিল

দীর্ঘ ২৪ বছর পর পাকিস্তান সফর করছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল। রাওয়ালপিন্ডিতে ৪ মার্চ প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। কামিন্সের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া দলে রয়েছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ৩৬ বছর বয়সি ক্রিকেটার উসমান খাজা।

তিনি পাকিস্তান সফরে গিয়ে বলেছেন, ‘পাকিস্তানে এসে ক্রিকেট খেলতে পারার অনুভূতিটাই আলাদা।’ খাজার জন্ম হয়েছিল ইসলামাবাদে। পরে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান।

পাকিস্তান বংশোদ্ভূত এই ক্রিকেটার বলেন, পাকিস্তানের মাটিতে এসে খেলার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের। রাওয়ালপিন্ডির পুরনো স্টেডিয়ামে আমি ছোটবেলায় যেতাম। তাই এখানে খেলার একটা আলাদা ইচ্ছা ছিল।’

সফরের আগে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন অজি তারকা ক্রিকেটাররা। তার কারণ জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের দুটি সামরিক ঘাঁটিতে বোমা হামলায় ৭ সেনা সদস্যসহ ২০ জন নিহত হয়েছেন। এমন ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটাররা পাকিস্তান সফর নিয়ে বেশ শঙ্কিত ছিলেন। এমন শঙ্কার মধ্যেই সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে রেখে পাকিস্তান সফরে গেছেন উসমান খাজা।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৪৬টি টেস্ট, ৪০টি ওয়ানডে আর ৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অংশ নিয়ে ১২টি সেঞ্চুরি আর ২৭টি ফিফটির সাহায্যে ৪ হাজার ৯৩৭ রান করা উসমান খাজা বলেন, আমি ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসি, এটি আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি যেভাবে পারি ক্রিকেট খেলতে চাই।

পাকিস্তানে জন্ম নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় বেড়ে ওঠা উসমান খাজার ১১ বছরের ক্রিকেট ক্যারিয়ারের অতীতে জন্মভূমিতে খেলার সুযোগ হয়নি। এ কারণে এবারের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি খাজা।

পাকিস্তান সফরে তিনটি টেস্ট, তিন ম্যাচের ওয়ানডে আর একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল।

অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দল: প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ, অ্যাশটন অ্যাগার, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস হ্যারিস, জশ হ্যাজেলউড, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইঙ্গলিস, উসমান খাজা, নাথান লিয়ন, মিচেল মার্শ, মাইকেল নেসার, মিচেল স্টার্ক ও মিচেল সুইপসন।

বিলবাওয়ের জালে বার্সেলোনার এক হালি

লা লিগায় দারুণ সময় পার করছে বার্সেলোনা। ঘরের মাঠ ন্যু ক্যাম্পে রোববার রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে পাত্তাই দিল না অবামেয়াং-দেম্বেলেরা।

বিলবাওয়ের জালে এক হালি গোল জমা করে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে বার্সা। আর নিজেদের জাল রেখেছে সুরক্ষিত।

এ জয়ে ফেব্রুয়ারি মাস শেষে সেরা চারে জায়গা আরও মজবুত করল জাভি হার্নান্দেজের দল। এছাড়া এ তিন পয়েন্টে চ্যাম্পিয়নস লিগে বার্সার জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনাকে আরও দৃঢ় করেছে।

রোববার ঘরের মাঠে ৭২ শতাংশ বল দখলে রাখে বার্সা। বিলবাওয়ের জাল বরাবর ১৭টি শট নিতে পারে বার্সা, যার মধ্যে ৭টিই ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে বিলবাও নিতে পেরেছে মাত্র ৬টি শট, এর ৩টি ছিল লক্ষ্যে।

ম্যাচের শুরু থেকে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে বিলবাও। ৩৬ মিনিট পর্যন্ত জাল সুরক্ষিত রাখে তারা। কিন্তু অবামেয়াংয়ের কাছে হার মানতে হয় বিলবাওয়ের ডিফেন্ডারদের।

৩৭তম মিনিটে পাওয়া কর্নারে জেরার্দ পিকের হেড ক্রসবারে বাধা পাওয়ার পর ফিরতি বল দারুণ ভলিতে জালে পাঠান অবামেয়াং।

১-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় দুই দল। দ্বিতীয়ার্ধে নেমে আক্রমণে আরও চাপ বাড়ায় বার্সা। প্রথমার্ধের মতোই প্রতিরোধ গড়ে বিলবাও। এবার ৬৭ মিনিটে গিয়ে দেম্বেলের কাছে হার মানে দলটি।

ফেররানের বদলি নামার ছয় মিনিট পরই চমৎকার এক গোল করেন উসমান দেম্বেলে। ফ্রেংকি ডি ইয়ংয়ের পাস ধরে বাঁ দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে বুলেট গতির শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।

নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে দেম্বেলের ক্রসে লুক ডি ইয়ং হেডে ৩-০ করেন। আর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে কাছ থেকে শেষ গোলটি করে হালি পূরণ করেন আরেক বদলি ফরোয়ার্ড ডিপাই মেমফিস।

এ ফলাফলের পর ২৫ ম্যাচে ১২ জয় ও ৯ ড্রয়ে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে বার্সেলোনা। এক ম্যাচ বেশি খেলা রিয়াল বেতিস তিন নম্বরে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে। ২৬ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ।

নতুন সাকিব-তামিম তৈরি করতে চান সিডন্স

বাংলাদেশে এটি জেমি সিডন্সের ‘দ্বিতীয় ইনিংস’। শনিবার চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ জানান, তরুণ প্রতিভাবানদের সময় দিতে চান তিনি। তৈরি করতে চান নতুন সাকিব, তামিম, মুশফিকদের-

প্রশ্ন : বাংলাদেশে আবার কেন চাকরি নিলেন?

জেমি সিডন্স: আমি প্রস্তুত ছিলাম। বিসিবির কিছু পরিচালক, ক্রিকেটারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। এইচপি ও জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে ব্যাটিং পরামর্শক হিসাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। জাতীয় দলেও কাজ করব, এমন কথা হয়েছিল। কিন্তু সেটা পূর্ণকালীন নাকি খণ্ডকালীন, নিশ্চিত ছিলাম না।

প্রশ্ন : দলে প্রতিভা কেমন দেখছেন?

সিডন্স : দলে ও দলের বাইরে ৬ ফুট উচ্চতার পেসার আছে কয়েকজন, যারা ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বল করে। এটা দারুণ। বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার আছে। আফিফ, মিরাজ, লিটন প্রতিভার ঝলক দেখিয়েছে। তারা

মানসম্পন্ন, মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে। জিততেই হবে, এমন চাপের মুখে দুই ম্যাচে তরুণরা দলকে জিতিয়েছে।

ক্রিকেটারদের নিয়ে আমার কাজ অর্ধেক হয়ে গেছে, কারণ তারা মানসম্পন্ন। এখানে আফগানদের সেরা তিন স্পিনারের মুখোমুখি হচ্ছে। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ায় যখন যাবে, সেখানে আরও ভালো বোলারদের মুখোমুখি হতে হবে। এগোতে হবে আরও অনেক পথ। তরুণদের বিদেশেও ভালো করতে হবে।

প্রশ্ন : সিনিয়রদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন?

সিডন্স: সিনিয়র ব্যাটারদের সঙ্গে কাজ মূলত ‘ফুটওয়ার্ক’ নিয়ে। তামিম তার সামনের পা আরও সোজা করতে চায়। আরও ৩-৪ বছর খেলতে চাইলে তার সামনের পা আরেকটু সোজা করতে হবে। তামিম যদি এলবিডব্লু না হয়, তাকে আউট করা কঠিন।

তামিম, সাকিব, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ কেউই শুরুতে ধারাবাহিক ছিল না। আমরা তাদের যে কোনো পর্যায়ে বাদ দিতে পারতাম। সাকিব যদি ভালো বোলার না হতো, তাহলে সে সাফল্য পাওয়ার আগে ব্যাটার হিসাবে বাদ পড়ে যেত। সে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে, তার সামর্থ্য ছিল। কিছু প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভাবান দলে আছে, যারা ভবিষ্যতের তারকা। তাদের বাড়তি চাপ না দিয়ে সময় দেব। কোনো সন্দেহ নেই তারা নতুন সাকিব, তামিম হবে।

প্রশ্ন : বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবনা?

সিডন্স: দল নিয়ে পরীক্ষা করতে চাই না। আমাকে যে দল দেওয়া হবে, সেটি নিয়েই কাজ করব। টি ২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ক্রিকেটারদের উন্নতির জন্য কাজ করব। আমরা চাই সব ফরম্যাটের সব ম্যাচ জিততে।

প্রশ্ন : মাহমুদউল্লাহকে ছয়ে পাঠানো নিয়ে …

সিডন্স: আমাদের মানসম্পন্ন ক্রিকেটার আছে। তাই ব্যাটিংঅর্ডারে বদল আনতে সমস্যা নেই। সবাইকে তো আর তিন ও চারে সেট করতে পারব না। অনেকেই তিনে ব্যাট করতে চায়। সবারই একটা দায়িত্ব আছে। আফিফ ও মিরাজ সাত ও আট নম্বরে নেমে ভালো করছে।

নামিবিয়া তারকার অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যে ফাইনালে আফ্রিদির দল

শেষ ওভার পর্যন্ত জয়ের সম্ভাবনা জিইয়ে রেখেছিল ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। শেষ ৬ বলে দরকার ছিল মাত্র ৮ রান। অর্থাৎ জয়ের পাল্লা দুইদিকেই সমান।

এমন রোমাঞ্চকর আর উত্তেজনায় ঠাসা শেষ ওভারে হাসি ফুটল শাহিন আফ্রিদির মুখে। শাদাব খানের দলকে হারাল লাহোর কালান্দার্স। শুধু জয়ই পায়নি; এবারের পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ফাইনালে উঠল আফ্রিদির লাহোর।

দলকে ফাইনালে তোলার নায়ক দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে নামিবিয়ার নাগরিকত্ব নেওয়া ডেভিড ওয়াইজ। তার অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্সের সুবাদে
এই অলরাউন্ডারের দুরন্ত পারফরম্যান্সে ইসলামাবাদকে ৬ রানে হারাল লাহোর। ৮ বলে ২৮ রানের পর বল হাতে ২০ রানে ১ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ওয়াইজ।

শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত পিএসএলের এলিমিনেটর টুয়ের গোটা ম্যাচটাই ছিল উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেটে ১৬৮ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ দাঁড় করায় লাহোর। যদিও শুরুতেই ইসলামাবাদের বোলার ডওসনের জোড়া আঘাতে ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল।

যথাক্রমে ১ ও ২ রানে ফেরেন দুই ওপেনার ফখর জামান ও ফিল সল্ট। ৭ রানের মধ্যে ২ উইকেট হারায় তারা। সেখান থেকে দায়িত্বশীল ব্যাটিং করেন আবদুল্লাহ শফিক। মাকসুদের বলে আউট হওয়ার আগে ২৮ বলে ৫২ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। তার দুই সঙ্গী কামরান গুলাম ও মোহাম্মদ হাফিজ দুজনেই দুটি ক্যামিও ইনিংস খেলেন। গুলাম আউট হন ৩০ রানে ও হাফিজ খেলেন ২৮ বলে ২৮ রানের ইনিংস।

এ তিন ব্যাটারের দারুণ তিন ইনিংসের পরও দেড়শ রান ছাড়ানো পুঁজিটা হতে পারত না লাহোরের। ১৯ ওভার শেষে তাদের বোর্ডে ছিল ৭ উইকেটে ১৪১ রান। এমন মুহূর্তে ওয়াকাস মাকসুদের করা শেষ ওভারে ৩ ছক্কা আর

এক বাউন্ডারি হাঁকান ডেভিড ওয়াইজ। ওই ওভারে তিনি তুলে নেন ২৭ রান।

ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬৮ রানে গিয়ে থামে লাহোর। ১৬৯ রানের তাড়ায় শুরুটা লাহোরের চাইতে অনেক ভালো করেছিল ইসলামাবাদ। অ্যালেক্স হেলস খেলেন ২৯ বলে ৩৮ রানের দারুণ এক ইনিংস।

এরপর আজম খানের ২৮ বলে ৪০ রানের ঝড়ো ইনিংস জয়ের বন্দরের কাছাকাছি নিয়ে যায়। আজম রানআউট হলে কিছুটা স্বস্তি আসে লাহোর শিবিরে। তবুও আর আসিফ আলির ব্যাটে জয়ের স্বপ্ন দেখছিল ইসলামাবাদ। ২২ বলে ২৫ করেন তিনি। তাকে হারিস রউফ ফেরালে জয়ের আশার আলো কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায় ইসলামাবাদের। তবুও শেষ হাসি ফুটবে কাদের মুখে তা বলা মুশকিল ছিল।

শেষ ওভারে প্রয়োজন ছিল মাত্র ৮ রানের। কিন্তু ওয়াইজ তা হতে দেননি। তার দুর্দান্ত বোলিংয়ে ইনিংসের ২ বল বাকি থাকতে ইসলামাবাদ আর ১ রান যোগ করে অলআউট হয় ১৬২ রানে।

আফগানদের সামনে পাহাড়সম স্কোর দাঁড় করালো বাংলাদেশ

লিটন দাস ও মুশফিকুর রহিমের ব্যাটিং তাণ্ডবে সফরকারী আফগানিস্তানের সামনে পাহাড়সম স্কোর দাঁড় করিয়েছে বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে টাইগারদের সংগ্রহ ৩০৬ রান।

সবাই ভেবেছিল আরও একটি সেঞ্চুরি হবে। কিন্তু হতাশ করেছেন মুশফিকুর রহিম। ব্যক্তিগত ৮৬ রানের সময় ফারিদ আহমেদের একটি বাউন্সার বল আপারকাট করতে গিয়ে বাউন্ডারিতে দাঁড়ানো ফজল হক ফারুকির হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন অভিজ্ঞ এই ব্যাটার। তখন বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৪৬.৩ ওভারে ২৮৬ রান।

মুশফিক-লিটনের জুটি থেকে এসেছে ২০২ রান,এর মধ্য দিয়ে একটি সম্ভাবনাময় ইনিংসের অপমৃত্যু ঘটলো। এর আগের বলেই ফিরে যান সেঞ্চুরিয়ান লিটন দাসও। আউট হওয়ার আগে তিনি ১২৬ বল মোকাবিলায় সর্বোচ্চ ১৩৬ রান করেছেন। তার ইনিংসে ২টি ছক্কা ও ১৬টি চারের মার ছিল। ফারুকির বলে মুজিব উর রহমানের হাতে ক্যাচ তুলে দেন তিনি।

ইনিংসের বাকিটা সময় অপরাজিত ছিলেন আফিফ হোসেন ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। আফিফ করেছেন ১৩ ও রিয়াদ ৬ রান। আফগান বোলারদের মধ্যে ফারিদ আহমেদ ২টি এবং ফজল হক ফারুকি ও রশিদ খান একটি করে উইকেট নেন।

হতাশ করেছেন সাকিব আল হাসান,এর আগে সকালে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে দারুণ শুরুর ইঙ্গিত দেন দুই ওপেনার তামিম ইকবাল ও লিটন দাস। কিন্তু দলীয় ৩৮ রানের মাথায় মাত্র ১২ রান করে ফজল হক ফারুকির বলে এলবিডব্লিউর শিকার হন তামিম। আগের ম্যাচেও ঠিক একইভাবে আউট হয়েছিলেন তিনি। এরপর তিনে নেমে লিটনের সঙ্গে বেশ সাবলিলভাবে ব্যাট চালাতে থাকেন সাকিব।

দুজনের জুটিটাও (৪৫ রান) ধীরে ধীরে জমে উঠছিল। কিন্তু দলীয় ৮৩ রানের মাথায় প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন সাকিব আল হাসান। ১৬তম ওভারে প্রথমবার আক্রমণে এসেই দ্বিতীয় বলে গুগলি ছুড়েন লেগ স্পিনার রশিদ খান। সেটি বুঝে ওঠার আগেই এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন সাকিব। আউট হওয়ার আগে তিনি ৩৬ বলে ২০ রান করেন।

টস জিতে ব্যাটিং নিল বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ।

আজ শুক্রবার দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দেশ। ম্যাচটিতে বাংলাদেশ জয় পেলে সিরিজ নিশ্চিত হয়ে যাবে সঙ্গে ওয়ানডে সুপার

লিগের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানে ওঠে আসবে টাইগাররা।

ইতোমধ্যে টস অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় ১১টায়।

বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচটিতে জয় পেলেও জয়টি সহজ ছিল না। ম্যাচটিতে আফগানদের দেওয়া ২১৬ রানের জবাব দিতে নেমে মাত্র ৪৫ রানেই প্রথম ৬টি উইকেট হারিয়েছিল টাইগাররা। সপ্তম উইকেট জুটিতে মেহেদি হাসান মিরাজ ও আফিফ হোসেন মিলে ১৭৪ রান করলে জয় পায় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ একাদশ :

লিটন দাস, তামিম ইকবাল (অধিনায়ক), সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম (উইকেটরক্ষক), ইয়াসির আলী, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আফিফ হোসেন, মেহেদি হাসান মিরাজ, শরিফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান।

মিরাজ-আফিফের যে বিষয়টি আগেই জানতেন ডমিঙ্গো

আফগানিস্তানের বিপক্ষে বুধবার ২১৬ রানের জবাবে খেলতে নেমে মাত্র ৪৫ রান করতেই ৬টি উইকেট হারায় বাংলাদেশ।

পঞ্চাশের গণ্ডি পেরোনোর আগেই যখন ৬টি উইকেট চলে যায় তখন সকলে এক বাক্যে বলেছিল আফগানদের বিপক্ষে লজ্জা গড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

এমনকি ম্যাচ শেষে দলীয় অধিনায়ক তামিম ইকবালও বলেছেন ৬ উইকেট পড়ার পর তিনি জয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সপ্তম উইকেটে ১৭৪ রানের জুটি গড়ে বাংলাদেশকে অবিস্মরণীয় জয় এনে দেন মেহেদি হাসান মিরাজ ও আফিফ হোসেন। তারা যে এমন কীর্তি গড়ে বাংলাদেশকে জয় এনে দেবেন তা ভাবেননি কেউই।

তবে বৃহস্পতিবার প্রধান কোচ রাসেল ডমিঙ্গো জানিয়েছেন, তিনি জানতেন মিরাজ ও আফিফ মিলে এমন কিছু একটা করে দেখাবেন।

এ ব্যাপারে ডমিঙ্গো বলেন, এখন বললে হয়ত বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু মিরাজ যখন ব্যাট করতে যায় তখন আমি দলের অ্যানালিস্ট শ্রিনিবাস চন্দ্রশেখরন বলছিলাম যে, ওরা দুজন ১৫০ রানের জুটি গড়বে। এরপর তাসকিন-শরিফুলের সামনে ১৫ রান থাকবে।

ডমিঙ্গো জানিয়েছেন, মিরাজের সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করেই তার আত্মবিশ্বাস ছিল সে ও আফিফ মিলে ভালো কিছু করবে।

এ ব্যাপারে ডমিঙ্গো বলেন, বর্তমানে মিরাজের ব্যাটিংয়ের ওপর অনেক আস্থা রয়েছে। তার টেস্ট সেঞ্চুরি আছে। নিউজিল্যান্ড সফর এবং বিপিএলেও ভালো ব্যাট করেছে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন, তবে তখনও আমার বিশ্বাস ছিল যে জিততে পারব। কারণ উইকেট ভালো ছিল, রান রেটও আমাদের হাতে ছিল।